بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

যুদ্ধাভিযান এবং সারিয়্যার প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা এবং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৯ মে, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মূতা'র যুদ্ধাভিযানের আরও বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, **হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)** বলেন, 'মূতা যুদ্ধের দিনে আমার হাতে থাকা নয়টি তলোয়ার ভেঙে গিয়েছিল এবং শুধু একটি ইয়েমেনি মোটা তলোয়ারই আমার হাতে রয়ে গিয়েছিল।' এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে মুসলমানরা মুশরিকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করেছিল, নাহলে তারা তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, অথচ মুশরিকদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষেরও বেশি।

হযরত মুস্‌লেহ মাওউদ (রা.) বলেন, যে কঠিন বিষয়গুলো থাকে, তা কিছু লোক বুঝতে পারে এবং কিছু লোক বুঝতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন হয় যে যারা অবগত ও জ্ঞানী, তারা অপরদের এসব বিষয় বুঝিয়ে দিক-হোক তা এই কারণে যে তারা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে না অথবা কোনো গুনাহ্‌র কারণে তাদের অন্তর আল্লাহর অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে না।

এই কঠিন বিষয়গুলো সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক-জ্ঞানভিত্তিক বিষয়, যা সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিকোণে গঠিত, যেমন-**তাওহিদ**। এর একটি অংশ তো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আল্লাহ্ এক। কিন্তু এর পরের অংশ, যেমন-কিভাবে মানুষের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতিফলন ঘটে-তা বুঝতে একজন **আরেফ** (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত ব্যক্তি) দরকার হবে। আর এই বিষয়গুলো অন্যদের বোঝাতে একজন আলেম প্রয়োজন। সকলেই এই সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে পারে না। তবে এতটুকু অবশ্যই অনুধাবন করে যে কুরআন শরীফ একাধিক উপাস্যের কথা বলে না। দ্বিতীয় ধরনের কঠিন বিষয়

হলো, এমন কিছু বক্তব্য যা জ্ঞানভিত্তিক না হলেও এমন ভাষায় বলা হয়েছে যা রূপক বা উপমা (তাশবীহ্ বা ইস্তিআরা) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জনসাধারণ ওই ভাষা না জানার কারণে তার এমন সব অর্থ করে ফেলে, যা বাস্তবতার ভিত্তিতে ঠিক নয়। যেমন, মহানবী (সা.)-এর যুগে একটি ঘটনা ঘটেছিল-যখন শাম যুদ্ধে হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদে মহানবী (সা.) বলেছিলেন: 'জাফরের জন্য কাঁদার তো কেউ নেই।' এই কথার উদ্দেশ্য ছিল না যে লোকেরা গিয়ে কাঁদুক, বরং এটি দুঃখ প্রকাশের একটি রূপক ছিল-যেন বলা হচ্ছে, 'আমাদের ভাইও শহীদ হয়ে গেল, আর আমরা ধৈর্য ধরেছি।' কিন্তু আনসারদের কেউ কেউ এই কথাকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে হযরত জাফরের বাড়িতে কিছু মহিলাকে পাঠিয়ে দেয়, যারা গিয়ে সেখানে কান্নাকাটি শুরু করে। মহানবী (সা.) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন, তখন বললেন: 'আমার উদ্দেশ্য তো এটি ছিল না।' তখন একজন সাহাবি গিয়ে তাদের থামতে বললেন। পরে এসে তিনি মহানবী (সা.)-কে বললেন: 'তারা আমার কথা শুনছে না।' তখন মহানবী (সা.) বললেন: 'তাদের মাথায় ধূলো ঢেলে দাও।' অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দাও-তারা নিজ থেকেই চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু একজন সাহাবি এই কথাকেও শব্দগত অর্থে নিয়ে সত্যি সত্যিই মহিলাদের মাথায় ধূলো ঢালতে শুরু করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাকে তিরস্কার করে বললেন: 'তুমি তো কথার আসল তাৎপর্যই বুঝলে না!'

আল্লামা ইবনে কাসীরের **'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'** গ্রন্থে শহিদানে মূতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বারো জন। যদিও কিছু বর্ণনায় শহিদদের সংখ্যা আরও বেশি বলা হয়েছে, তবুও এটি নিঃসন্দেহে এক মহা অলৌকিক ঘটনা যে, দুটি বিশাল বাহিনী মুখোমুখি হল, যার মধ্যে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার, অথচ প্রতিপক্ষের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষের বেশি। তবুও মুসলমানদের কেবলমাত্র বারো বা খুবই অল্পসংখ্যক শহিদ হয়, আর মুশরিকদের বিপুল পরিমাণ নিহত হয়।

এরপর একটি সারিয়্যা (অভিযান) বর্ণিত হয়েছে-এটি **হযরত আমর বিন আস (রা.)**-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। এই অভিযান ৮ম হিজরীর জমাদীউল্ সানীতে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্যান্য সকল ঐতিহাসিক একমত যে, এটি মূতা যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়, আর মূতা'র যুদ্ধ হয়েছিল ৮ হিজরির জমাদিউল উলা মাসে। এই অভিযানের কারণ ছিল এই যে, মহানবী (সা.) সংবাদ পেয়েছিলেন, বনু খুজা'আ গোত্রের একটি দল মদীনার প্রান্তে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের প্রতিরোধে মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন আল-আস (রা)-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে ৩০০ সদস্যের একটি বাহিনী গঠন করেন, যাতে তিনজন অশ্বারোহীও ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আমরকে একটি সাদা পতাকা ও একটি কালো পতাকা প্রদান করেন। তিনি যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সামরিক কৌশলেও পারদর্শী ছিলেন। সেই কারণে মহানবী (সা.) তাকে এই অভিযানের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন।

ইসলামী বাহিনী রাতে চলাফেরা করত এবং দিনে আত্মগোপন করত। এভাবে তারা **জুজাম** গোত্রের অঞ্চল **সালাসিল** নামক একটি ঝরনার কাছে পৌঁছায়। সেই স্থান থেকে এ অভিযানের নাম হয় **সারিয়্যা যাতুস সালাসিল**। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে যে, শত্রু বাহিনী অত্যন্ত বিশাল। তখন হযরত আমর অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য **হযরত রাফে বিন মুকাইস (রা.)**-কে মহানবী (সা.)-এর নিকট পাঠান। তখন মহানবী (সা.) **হযরত আবু উবাইদা বিন আল্ জাররাহ্** (রা.)'র জন্য পতাকা প্রস্তুত করে দেন এবং তাঁর সঙ্গে ২০০ মুহাজির ও আনসারদের একটি বাহিনী রওয়ানা করেন, যাদের মধ্যে **হযরত**

আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) ও ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবাইদাকে বললেন-যখন হযরত আমরের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বাহিনী হিসেবে কাজ করবে এবং তোমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ যেন না হয়।

বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে শত্রু অঞ্চল দখল করে নেয় এবং তাদের ওপর বিজয়ী হয়। শত্রুরা মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং শত্রুর একটি ছোট দলের সাথে তাদের সামনাসামনি হয়, যাদের পরাজিত করে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে। আর বাকিরা পালিয়ে যায়।

এরপর উল্লেখ আছে আরেকটি সারিয়্যা'র-এটি **হযরত আবু উবাইদা বিন আল-জাররাহ্ (রা.)**-এর নেতৃত্বাধীন ছিল, যা ৮ হিজরিতে সংঘটিত হয়। এই সারিয়্যা **সীফুল্ বাহর** (সমুদ্র তীরের) যুদ্ধাভিযান নামেও পরিচিত, কারণ সাহাবীরা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে লোহিত সাগরের তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। এই বাহিনীকে **'পাতা খাওয়া বাহিনী'**ও বলা হয়, কারণ এই অভিযানের এক পর্যায়ে সাহাবিরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হন, যাতে তাদের গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। এই অভিযানের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবাইদা (রা.) এবং তিনি তিনশত মুহাজির ও আনসার নিয়ে **বনি জুহাইনা** গোত্রের এক শাখার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। এতে হযরত উমর (রা.)-ও অংশগ্রহণ করেন।

এই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মক্কার কুরাইশরা শামের দিক থেকে খাদ্য বোঝাই একটি কাফিলা নিয়ে সমুদ্রতীর ধরে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। তখন সম্ভাবনা ছিল যে জুহাইনা গোত্র সেটিতে আক্রমণ করতে পারে। যেহেতু এটি হুদাইবিয়ার সন্ধিকালের সময় ছিল এবং জুহাইনা ছিল মহানবী (সা.)-এর মিত্র, তাই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.) একটি রক্ষীবাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে কেউ কুরাইশ কাফিলাকে বিরক্ত না করে এবং কুরাইশদের হাতে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘনের কোনো অজুহাত না উঠে আসে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে এই সাহাবিরা যুদ্ধ করতে যাননি, আর এই অভিযান প্রায় পনেরো দিন স্থায়ী হলেও কোনো যুদ্ধের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যে যুদ্ধাবস্থার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে অনেক বেশি দোয়া করা উচিত-যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ স্থাপিত হয়। কারণ আজকাল যেসব অস্ত্র যুদ্ধগুলোতে ব্যবহৃত হয়, তাতে সাধারণ নাগরিকরাও হতাহত হয় এবং হচ্ছে। এখন যে নতুন যুদ্ধের রূপ দেখা দিচ্ছে, এতে বড় ধ্বংসের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত দোয়া করা-আল্লাহ্ যেন উভয় পক্ষকে শান্তির প্রতি আগ্রহী করেন এবং বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান।

এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সাধারণভাবে ইন্টারনেট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদ বার্তার মাধ্যমে, মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করে এবং যা খুশি বলে, যার ফলে উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কথা বলে। আহ্মদীদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এই অভিব্যক্তিগুলি উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। যদি আপনারা কিছু প্রকাশ করতেই চান, তাহলে তা শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা হওয়া উচিত। নিজের জীবনের শেষদিকে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) **'শান্তির বার্তা'** পুস্তিকা লিখেছিলেন। যাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, পারস্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকা উচিত। প্রত্যেক আহ্মদীকে এজন্য চেষ্টা

করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত নিরীহ মানুষকে যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করুন, আমিন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এরপর বলেন, মনে হচ্ছে বড়ো বড়ো পরাশক্তি এই অগ্নিশিখাকে উসকে দিতে চাইছে, চাইছে যে, দুই পক্ষ লড়াই করুক এবং দুর্বল হোক এবং নিজেদের অস্ত্র বিক্রি বাড়তে থাকুক। আল্লাহ্ তাদের অনিষ্ট থেকে নিরীহ জনগণকে নিরাপদ রাখুন।

মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্যও দোয়ার আহ্বান জানিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তাদের জন্যও যেন সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ভূমিতে শান্তিতে বসবাস করার তৌফিক দান করেন, যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বরং তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চলছে বলে মনে হচ্ছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ যেন মুসলিম দেশগুলোকে সুবুদ্ধি দান করেন, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে যারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত, কারণ এটি সবাইকে গ্রাস করবে, আল্লাহ্ সবাইকে এথেকে রক্ষা করুন। এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। এ ছাড়া রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্ সবাইকে এটি করার সামর্থ্য দান করুন, আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

9 May 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat